সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধনী আইন), 1964-কে এই ভিত্তিতে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল যে এটি সংবিধানের 14,19 (1) (এফ) এবং (জি) এবং 31 অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করেছে। আবেদনকারীরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই সংশোধনীটি 368 এবং 13 অনুচ্ছেদের (2) অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে সংবিধানের তৃতীয় অংশের অধীনে যে মৌলিক অধিকারের নিশ্চিয়তা দেওয়া হয়েছে তা সংবিধানের 368 অনুচ্ছেদের অধীনে সংশোধনের জন্য উপযুক্ত নয়, যা বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও, বি আর গোভাই, এ এস বোপান্না এবং ভি রামসুব্রমণ্যনের বেঞ্চের সংশোধনের পদ্ধতি নিয়ে কাজ করে। রামসুব্রমণ্যম পর্যবেক্ষণ করেছেন যে সংবিধান সংসদকে একটি সংশোধনী আইনের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করার ক্ষমতা প্রদান করে। সংশোধনী আইনটি 13 (2) অনুচ্ছেদের অর্থের মধ্যে একটি আইন। সংশোধনী আইনটিকে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া দ্বারা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, সংবিধানের 368 অনুচ্ছেদের অধীনে একটি আইন প্রণয়নকারী সংস্থা এবং 368 অনুচ্ছেদের শর্তাবলী সংশোধন করার ক্ষমতা রয়েছে।